"মিষ্টি বাচ্চারা - সময়ে সময়ে জ্ঞান সাগরের কাছে এসো, জ্ঞান রত্নের সম্পদ ভরে বাইরে গিয়ে তা বিতরণ করো, বিচার সাগর মন্থন করে সেবাতে লেগে যাও"

*প্রশ্নঃ - সবথেকে উত্তম পুরুষার্থ কোনটি? বাবার কাছে কোন্ ধরনের বাচ্চারা প্রিয় হয়?

*উত্তরঃ - কারোর জীবন তৈরী করে দেওয়া, এ হলো সবথেকে উত্তম পুরুষার্থ। বাচ্চাদের এই পুরুষার্থেই লেগে যাওয়া উচিত। কখনো যদি কোনো ভুল হয়েও যায়, তাহলে তার পরিবর্তে সার্ভিস করো। না হলে সেই ভুল মনে আঘাত করতে থাকবে। জ্ঞানী আর যোগী বাচ্চারাই বাবার কাছে খুব প্রিয়।

*গীতঃ- যে পিয়ার সাথে আছে, তার জন্যই বরিষণ আছে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বুঝতেই পারে যে, সামনে বসে মুরলী শোনা বা টেপে মুরলী শোনা অথবা কাগজে মুরলী পড়ার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। গানেও বলা হয়, যে পিয়ার সাথে আছে -- বর্ষণ তো সকলেরই জন্যই, কিন্তু বাবার সাথে থাকলে, বাবার অভিব্যক্তি বুঝলে, বিভিন্ন নির্দেশ জানলে অনেক লাভ হয়। এমনও কিন্তু নয় যে কাউকে এখানে থেকে যেতে হবে। সম্পদ ভরপুর করলে, আর গিয়ে সার্ভিস করলে। আবার এলে সম্পদ ভরপুর করতে। মানুষ কোনো জিনিস কিনতে যায় বিক্রি করার জন্য। বিক্রি করে আবার আসে জিনিস কিনতে। এও হলো জ্ঞান রত্নের সম্পদ। যারা সম্পদ নিতে আসবে, তারা তো এখানে আসবে, তাই না। কেউ আবার বিতরণও করে না, পুরানো সম্পদেই থাকে, নতুন কিছু নিতে চায় না। এমনও অবুঝ আছে। মানুষ তীর্থে যায়, তীর্থ তো মানুষের কাছে আসে না কারণ সে তো জড় চিত্র। এইসব কথা বাচ্চারাই জানে। সাধারণ মানুষ তো এ সব কিছুই জানে না। অনেক বড় বড় গুরুরা, শ্রী শ্রী মহামন্ডলেশ্বরগণ জিজ্ঞাসুদের তীর্থে নিয়ে যায়, ত্রিবেনীতে কতো মানুষ যায়। নদীর তীরে গিয়ে দান করাকে পুণ্য বলে মনে করে। এখানে তো ভক্তির কোনো কথাই নেই। এখানে তো বাবার কাছে আসতে হবে, নিজে বুঝে অন্যদেরও আবার বোঝাতে হবে। প্রদর্শনীতেও মানুষকে বোঝাতে হবে। এখানে যে ৮৪ জন্মের চক্রের কথা বলা হয়, বাচ্চারা তো জানে যে, সবাই এতো জন্ম নেয় না। এতে বোঝানোর মতো অনেক যুক্তি চাই। এই চক্রতেই মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায়। কল্পবৃক্ষের কথা তো কেউই জানে না। শাস্ত্রতেও চক্র দেখানো হয়। কল্পের আয়ু চক্র দেখে বের করা হয়। এই চক্রতেই বিভ্রান্তি ঘটে। আমরা তো সম্পূর্ণ চক্র লাগাই। আমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করি, বাকি ইসলাম, বৌদ্ধরা অনেক পরে আসে। আমরা কিভাবে এই চক্রে সতঃ, রজঃ আর তমঃ স্থিতি পার করি - তা গোলার চিত্রে দেখানো হয়েছে। বাদবাকি যারা আসে যেমন ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি, তাদের কীভাবে দেখাবে? তারাও তো সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসে। আমি আমার বিরাট রূপও দেখাই - সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাউন্ড নিয়ে আসি। শিখায় থাকে ব্রাহ্মণ, তার মুখ সত্যযুগে, বাহু ত্রেতাতে, পেট দ্বাপরে আর পা-কে শেষে দেখানো হয়েছে। আমাদের তো বিরাট রূপ দেখানো হয়েছে। বাকি অন্য ধর্মের কি করে দেখাবে? তাদেরও শুরু করলে প্রথমে সতোপ্রধান, তারপর সতঃ, রজঃ, তমঃ। তো এতেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে, কখনোই কেউ নির্বাণে যায়নি। তাদের তো এই চক্রে আসতেই হবে। প্রত্যেককেই সতঃ, রজঃ, তমঃ স্টেজে আসতেই হবে। ইব্রাহিম, বুদ্ধ, খ্রাইস্ট এরাও তো মানুষই ছিলেন। রাতে বাবার অনেক চিন্তা চলে। এই মন্থনে ঘুমের নেশা উড়ে যায়, নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায়। বোঝানোর জন্য খুব ভালো যুক্তির প্রয়োজন। এরও বিরাট রূপ বানাতে হবে। এরও পা পিছনের দিকে নিয়ে যাবে ততপর লিখে বোঝাতে হবে। বাচ্চাদের বোঝাতে হবে যে, খ্রাইস্ট যখন আসে তাঁকেও সতঃ, রজঃ, তমঃ স্থিতি পার করতে হয়। সত্যযুগে তো তিনি আসেন না। তাঁকে তো পরে আসতে হবে। বলবে, খ্রাইস্ট স্বর্গে আসবে না। এই খেলা তো সম্পূর্ণ বানানো। তোমরা জানো খ্রাইস্টের পূর্বেও ধর্ম ছিলো, এরপর তাও রিপিট করতে হবে। ড্রামার রহস্যকে বোঝাতে হয়। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। কিভাবে বাবার থেকে এক সেকেন্ডে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় ? এই গায়নও আছে যে, সেকেণ্ডে জীবন্মুক্তি। দেখো, বাবার কতো চিন্তা চলতে থাকে। বাবার পার্টই হলো বিচার সাগর মন্থন করা। গড ফাদারলি বার্থ রাইট, "নাউ অর নেভার" এখন নয় তো কখনোই নয়) এই কথা লেখা আছে। জীবন্মুক্তি শব্দও লিখতে হবে। লেখা যদি সঠিক হয় তাহলে বোঝানো সহজ হবে। তোমরা জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার পেয়েছো। এই জীবন্মুক্তিতে রাজা - রাণী - প্রজা সবাই আছে। তাই লেখাও সঠিক করতে হবে। চিত্র ছাড়াও বোঝানো যায়। কেবল ইশারার মাধ্যমেও বোঝানো যায়। ইনি বাবা আর এই হলো তাঁর উত্তরাধিকার। যারা যোগযুক্ত থাকবে, তারা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। সবকিছুই এই যোগের উপর নির্ভর করে। যোগে বুদ্ধি পবিত্র হয়, তখনই ধারণা হতে পারে। এরজন্য দেহী - অভিমানী স্থিতির প্রয়োজন। তোমাদের সবকিছুই ভুলতে হবে। এই শরীরকেও ভুলতে হবে। ব্যস্, আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে, এই

দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে l এই বাবার জন্য এটা হলো সহজ, কেননা এনার কাজই হলো এটা l বুদ্ধি সারাদিন এতেই আটকে আছে l আচ্ছা, যে গৃহস্থ জীবনে আছে, তাকে তো কর্ম করতেই হবে l স্থূল কর্ম করলে এইসব কথা ভুলে যায়, বাবার কথাও ভুলে যায় l বাবা নিজেই নিজের অনুভব শোনান l বাবা বলেন, আমি বাবাকে স্মরণ করি, বাবা এই রথকে খাওয়াচ্ছেন, আবার আমি ভুলে যাই, তখন বাবা চিন্তা করেন, আমিই যখন ভুলে যাই তখন এই বেচারাদের কতো কষ্ট হবে l এই চার্টকে কিভাবে বাড়ানো যাবে ? প্রবৃত্তি মার্গের মানুষদের জন্য এটা খুব মুশকিল ব্যাপার l তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয় l যদিও বাবা তো সবাইকেই বোঝান l যারা পুরুষার্থ করে তারা রেজাল্ট লিখে পাঠাতে পারে l বাবা জানেন যে অবশ্যই এ খুবই শক্ত l বাবা বলেন, তোমরা রাতে পরিশ্রম করো l তোমরা যদি যোগযুক্ত হয়ে বিচার সাগর মন্থন করো তাহলে তোমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে l বাবা নিজের অনুভব বলেন যে - কখনো যদি অন্য কোনো দিকে বুদ্ধি চলে যায় তাহলে মাথা গরম হয়ে যায় l তখন সেই তুফান থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে নিয়ে এই বিচার সাগর মন্থন করতে লেগে যাই, তখন মাথা হাল্কা হয়ে যায় l মায়ার তুফান তো অনেক প্রকারেরই আসে l এইদিকে বুদ্ধি লাগালে ওইসব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, বুদ্ধি রিফ্রেশ হয়ে যায় l বাবার সেবায় লেগে গেলে যোগ আর জ্ঞানের মাখন লাভ হয় l এই বাবা তাঁর নিজের অনুভব বলছেন l বাবা তো বাচ্চাদের বলবেনই -- এমন এমন হবে, মায়ার বিভ্রান্তি আসবে l তাই বুদ্ধিকে ওইদিকে লাগিয়ে দেওয়া উচিত l চিত্র দেখে তার উপরে ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজন, তাহলেই মায়ার তুফান উড়ে যাবে l বাবা জানেন যে, মায়া এমনই, স্মরণে থাকতেই দেয় না l খুব অল্পই আছে যারা সম্পূর্ণ স্মরণে থাকে l বড় বড় কথা তো অনেকেই বলে l বাবার স্মরণে যদি থাকে তাহলে বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকবে l স্মরণ করার মতো এমন মাখন আর কিছুই নেই কিন্তু লৌকিক চিন্তা থাকার কারণে স্মরণ কম হয়ে যায় l

বম্বেতে দেখো যখন পোপ যখন এসেছিলেন, তার কতো মহিমা হয়েছিলো, যেন সকলের ভগবান এসেছেন l খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন, তাই না l ভারতবাসীরা তো নিজের ধর্মের কথা জানেই না l নিজেদের ধর্ম হিন্দু বলতে থাকে l হিন্দু তো কোনো ধর্মই নয় l এই ধর্ম কোথা থেকে এলো, কবে স্থাপন হলো, কেউই জানে না l তোমাদের মধ্যে জ্ঞানের উচ্ছলতা আসা উচিত l শিবশক্তিদের জ্ঞানের উচ্ছলতায় লাফ দেওয়া উচিত l ওরা তো শক্তিকে সিংহ/ব্যাঘ্র হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছে l এ তো হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা l পরের দিকে তোমাদের মধ্যে যখন আরো শক্তি আসবে, তখন সাধু - সন্তদেরও বোঝাতে পারবে l এতো জ্ঞান যখন বুদ্ধিতে থাকবে তখনই তার প্রকাশ আসতে পারে l চক্রাতা গ্রামে যেমন চাষীদের টিচার পড়ায়, তখন তারা পড়ে না l তাদের চাষবাসই ভালো লাগে l তেমনই আজকের মানুষদেরও এই জ্ঞান দিলে তারা বলবে, এ ভালো লাগে না, আমাদের তো শাস্ত্র পড়তে হবে l ভগবান কিন্তু পরিষ্কার বলে দেন যে, জপ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদির দ্বারা অথবা শাস্ত্র পড়েও আমাকে কেউই পায় নি l তারা এই ড্রামাকে জানে না l তারা মনেও করে না যে, এই নাটকে অভিনেতা আছে, তারা অভিনয়ের জন্য এই শরীর ধারণ করেছে l এ হলো কাঁটার জঙ্গল l একে অপরকে কাঁটা লাগায়, লুটপাট - মারপিট করতে থাকে l চেহারা যতই মানুষের মতো হোক না কেন, আচরণ বাঁদরের মতো l বাবা বসে বাচ্চাদের এ সকল কথা বোঝান l নতুন কেউ শুনলে তারা গরম হয়ে যাবে l বাচ্চারা কেনই বা গরম হবে l বাবা বলেন যে, আমি বাচ্চাদেরই বুঝিয়ে বলি l বাচ্চাদের তো মাতা - পিতা যে কোনোকিছুই বলতে পারে l বাচ্চাদের যদি বাবা থাপ্পড়ও মারে তাহলে অন্যে কি কিছু করতে পারে? মাতাপিতার দায়িত্ব হলো বাচ্চাদের শুধরে দেওয়া l এখানে কিন্তু এমন কোনো নিয়ম নেই l আমি যেমন কর্ম করবো আমাকে দেখে অন্যেও তেমনই করবে l তাই বাবা যা বিচার সাগর মন্থন করেছেন, তাও বলেছেন l ইনি প্রথম নম্বরে, এনাকে ৮৪ জন্ম নিতে হয় l তাহলে আরো যাঁরা ধর্মস্থাপক আছেন, তাঁরা কি করে নির্বাণে যাবেন l তাদেরও অবশ্যই সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতে হবে l প্রথম নম্বরে আছেন লক্ষ্মী - নারায়ণ, যাঁরা এই বিশ্বের মালিক ছিলেন l তাঁদেরও ৮৪ জন্ম নিতে হয় l মনুষ্য সৃষ্টিতে যেমন হাইয়েস্ট নিউ ম্যান রয়েছে (সর্বোচ্চ সর্বপ্রথম পুরুষ), তাঁর সাথে হাইয়েস্ট নিউ ওম্যানও (সর্বপ্রথম স্ত্রী) তো চাই l না হলে ওম্যান ছাড়া সন্তান জন্ম কিভাবে হবে? সত্যযুগের নিউ ম্যান হলেন এই লক্ষ্মী - নারায়ণ l ওল্ড থেকেই নিউ হয় l তাঁরা অলরাউন্ড পার্ট প্লে করেন l বাকি সকলেই সতঃ থেকে তমঃতে আসে, ওল্ড হয় তারপর ওল্ড থেকে নিউ হয়ে যায় l খ্রাইস্ট যেমন প্রথমে নিউ এসেছিলেন আবার ওল্ড হয়ে চলে গিয়েছিলেন আবার তিনি নিজের সময়ে নিউ হয়ে আসবেন l এ হলো অত্যন্ত বোঝার মতো কথা l এতে খুব ভালো যোগের প্রয়োজন l সমর্পণও সম্পূর্ণ রূপে হতে হবে, তবেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হতে পারবে l স্যারেন্ডার হলেই বাবা ডায়রেক্শনও দিতে পারবেন যে -- এমন-এমন করো l বাবা বলেন - কেউ স্যারেন্ডার হলে আমি বলি, ব্যবহারিক জীবনেই থাকো তাহলেই বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে l ব্যবহারিক জীবনে থেকেই এই জ্ঞান ধারণ করো, পাশ হয়ে দেখাও l গৃহস্থ জীবনে যেও না l ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা তো ভালো l বাবা প্রত্যেকেরই হিসাব জিজ্ঞেস করেন l মাম্মা - বাবার পালনা নিয়েছো তাই সেই ধারও শোধ করো তাহলেই শক্তি পাবে l না হলে বাবাও বলবেন যে, আমি এতো পরিশ্রম করে পালনা দিলাম আর আমাকে ছেড়ে চলে গেলো l প্রত্যেকেরই অবস্থা দেখতে হয় তারপর ডায়রেক্শন দিতে

হয় l মনে করবে এঁরও যদি কোনো ভুল হয় তো বাবা এনাকে নির্ভুল করিয়ে ঠিক করে দেবেন l ইনিও প্রতি পদে শ্রীমতে চলেন l কখনো যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তো মনে করেন, ড্রামাতে এটা ছিলো l এর পরে এমন আর হওয়া উচিত নয় l ভুল তো নিজের মনে অনুতাপ আনতে থাকে l ভুল করে ফেললে তার নিবারণে অনেক সেবা করা চাই, অনেক পুরুষার্থ করার প্রয়োজন l কারোর জীবন তৈরী করে দেওয়া - এটাই হলো পুরুষার্থ l

বাবা বলেন, যোগী আর জ্ঞানী আমার সবথেকে প্রিয় l যোগে থেকে ভোজন বানালে বা খাওয়ালে, এতে অনেক উন্নতি হতে পারে l এ হলো শিববাবার ভাণ্ডার l তাই শিববাবার সন্তান এমনই যোগযুক্ত হবে l ধীরে ধীরে উচ্চ হয় l সময় তো অবশ্যই লাগে l প্রত্যেকেরই কর্মবন্ধন তার নিজের নিজের আলাদা l ছোটো কন্যাদের উপর কোনো দায়িত্বের বোঝা থাকে না l হ্যাঁ, বড় বাচ্চাদের উপর থাকে l বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে মাতা -পিতার দায়িত্ব পড়ে l বাবা এত বুঝিয়েছেন, এত সময় পালনা দিয়েছেন, তাই তাদেরও পালনা করতে হবে l হিসাব শোধ করতে হবে ফলে তাদেরও মনে খুশী হবে l সুসন্তান যারা হয় তারা কোথাও তীর্থ করে ফিরলে সবকিছুই বাবাকে দিয়ে দেয় l ধার তো শোধ করে, তাই না l এ খুবই বোঝার কথা l যারা উঁচু পদ পাবে তারাই বাঘের মতো লক্ষ দিতে থাকবে l আচ্ছা l

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত l আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার l

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যোগে থেকে ভোজন বানাতে হবে l যোগে থেকেই ভোজন করতে হবে এবং করাতেও হবে l

২) বাবা যা বুঝিয়েছেন তার উপর খুব ভালো করে বিচার সাগর মন্থন করে যোগযুক্ত হয়ে অন্যদেরও বোঝাতে হবে l

বরদানঃ- স্ব-পরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বের মুকুটধারী তথা বিশ্ব রাজ্যের মুকুটধারী ভব

যেরকম বাবার উপর বা প্রাপ্তির উপর নিজের অধিকার প্রদর্শন করো, এইরকম স্ব-পরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তন এই দুই দায়িত্বের মুকুটধারী হও, তাহলে বিশ্ব রাজ্যের মুকুটের অধিকারী হতে পারবে। বর্তমানই হল ভবিষ্যতের আধার। চেক করো আর নলেজের দর্পণে দেখো যে ব্রাহ্মণ জীবনে পবিত্রতার, পড়াশোনার আর সেবার ডবল মুকুট আছে? যদি এখানে মুকুট ধারী হয়ে থাকো তাহলে সেখানে ছোটো থেকেই মুকুটের অধিকারী হবে।

স্লোগানঃ- সর্বদা বাপদাদার ছত্রছায়ার মধ্যে থাকো তাহলে বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;